দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 APR 199[illegible]

পৃঃ ১ কলাম ২

• অচলাবস্থা নিরসনে আলোচনার জন্য ভিসি ও ছাত্র লীগের অতি উৎসাহ

• ২ মে'র মধ্যে বিতাড়িত ছাত্রদের হলে না উঠালে ভিসি অফিসে তালা দেয়ার কর্মসূচী

ক্যাম্পাস এখন অস্ত্রাগার ঃ চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের আস্তানা

ডাকসু নির্বাচন টেন্ডার চাঁদাবাজি হল দখলের টার্গেট

গিয়াস উদ্দিন রিমন ॥ ক্যাম্পাসে ছাত্র দল-ছাত্র লীগ বন্দুকযুদ্ধে প্রাণহানি ও ছাত্র দলকে বিতাড়িত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলে ছাত্র লীগের একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পাঁচ দিন পর দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন এক সমৃদ্ধ অস্ত্রাগারে পরিণত হয়েছে। রাজধানী ঢাকার কারারুদ্ধ শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সহযোগী চিহ্নিত খুনী, সন্ত্রাসী, অস্ত্রধারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে অবস্থান করছে। হলগুলোর দখলদার ছাত্র লীগের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে চরম আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে প্রতিদিনই হলগুলোতে বহিরাগত সন্ত্রাসী এবং অস্ত্র ও গুলীর আমদানী বাড়ছে। বিশেষ করে, ছাত্র দলকে হটিয়ে দখল করা চারটি হলে এখন অছাত্র বহিরাগত 'বয়স্ক' সন্ত্রাসী ও অস্ত্রের রমরমা সমাগম রয়েছে। ক্যাম্পাস থেকে ইতিপূর্বে বিতাড়িত ও ছাত্র লীগ থেকে বহিষ্কৃত চিহ্নিত ক্যাডাররা এখন হলগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে ঐ হলগুলোর সাধারণ ছাত্ররা আতংকে হল ছেড়ে চলে গেছে। এই নামকরা ক্যাডার— ছাত্র লীগ নেতারা ক্যাম্পাসে সশস্ত্র মহড়া দিচ্ছেন। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র লীগের অন্য গ্রুপ ক্যাম্পাসের দক্ষিণপাড়ার হলগুলোতে রণপ্রস্তুতি নিচ্ছে, অস্ত্র, গুলী ও বহিরাগত সন্ত্রাসীর সমাগম বাড়াচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে ক্যাম্পাসে ছাত্র লীগের এই প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলো ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। গত ক'দিনের অনুসন্ধানে জানা যায়, মূলত বর্তমান ডাকসু বাতিল করে শীঘ্রই ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র লীগকে ডাকসুতে পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী করার রাজনৈতিক টার্গেট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত একশ' কোটি টাকার উন্নয়ন কাজের টেন্ডারের চাঁদাবাজির ক্যাডারতান্ত্রিক টার্গেট নিয়েই এ হল দখল করা হয়। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারের বিরুদ্ধে কোন শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠতে

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ক্যাম্পাস এখন অস্ত্রাগার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পারবে না— এটা সরকারের সন্তোষের কারণ। কিন্তু ক্যাম্পাস থেকে ছাত্র দলকে বিতাড়ন ও ছাত্র লীগের ৪টি হল দখল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের সাধারণ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকসহ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। সারাদেশেই সরকার ও ছাত্র লীগের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকার বিরুদ্ধে সমালোচনা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। এর পর ছাত্র দলের আহূত অবিরাম ধর্মঘটে বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে গেছে। ক্যাম্পাসের বাইরের ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে যাচ্ছে না, হলের ছাত্ররা হল ছেড়েছে। কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র লীগ অনেক চেষ্টা করেও এই অচলাবস্থা কাটাতে পারছে না। আর হলগুলোতে বহিরাগতদের দখল নিয়ে ছাত্র লীগই এখন দ্বিধাবিভক্ত। নেতাকর্মীদের বিরাট অংশই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাত্র দলের হলগুলো দখলে রাখতে রাজি নয়। হলগুলোর সভাপতিসহ একটি গ্রুপের কর্মীরা ছাত্র লীগের কোন কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে না। তাই এখন ছাত্র লীগ অনন্যোপায় হয়ে ছাত্র দলের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেয়া‍‍র জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জোর চাপ দিচ্ছে। অন্যান্য ছাত্র সংগঠন, শিক্ষকসহ বিভিন্ন মহল থেকে

ভিসি তাঁর নির্লিপ্ততার জন্য চাপের সম্মুখীন। দৃশ্যত ছাত্রলীগ নেতারা এখন ছাত্রদলকে ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে আনতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য, জাসদ ছাত্রলীগ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন হলগুলোকে বহিরাগত দখলমুক্ত করে বিতাড়িত ছাত্রদল কর্মীদের হলে তোলার জন্য ভাইস চ্যান্সেলরকে আগামী ২ মে পর্যন্ত সময়সীমা বেধে দিয়ে বলেছে, ২ মে'র মধ্যে ক্যাম্পাস সমস্যা সমাধান করতে না পারলে ৩ মে থেকে তারা ভিসি অফিস তালাবদ্ধ করে দেবে। আরো নানামুখী হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে ভিসি প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী। তাই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন অচলাবস্থা কাটিয়ে সরকার ও ছাত্রলীগের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য শিক্ষকদের তিনি চাপ সৃষ্টি করছেন ক্লাস নিতে। কিন্তু ক্লাস করার কোন ছাত্র নেই। গতকাল প্রক্টর ও দু'জন আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষক নেতা গুটিকয়েক ছাত্রলীগের কর্মীকে নিয়ে ৩ থেকে ১০ মিনিটের তিনটি ক্লাসের মহড়া করেছেন। এমন নজিরবিহীন ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীতে কখনও ঘটেনি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ক্যাম্পাস পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হচ্ছে না। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ভয়ানক ভূতুড়ে পরিবেশে থমথমে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সর্বত্র সবার মাঝে কেবলই আতংক। ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে সংঘর্ষ এবং ছাত্রদলের হামলার ভয়ে সকলেই শংকিত।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদলসহ ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনা শুরুর কথা বললেও গতকাল পর্যন্ত কোন আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়নি। কোন সংগঠনকে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানায়নি। ভিসি ও মুজিববাদী ছাত্রলীগ নেতারা জাসদ ছাত্রলীগ ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নেতাদের ছাত্রদল নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে আলোচনা ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তারা বলেছেন, এই উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকেই নিতে হবে। আলোচনার উদ্যোগের খবর সম্পর্কে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল বলেন, আলোচনায় বসার আগে আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ছাত্রদল সভাপতি শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানিসহ নেতা-কর্মীরা কারাবদ্ধ। হলগুলো বহিরাগত অস্ত্রধারীদের দখলে। এই অবস্থায় আমরা কোথায় কিভাবে কার সাথে আলোচনা করব। বহিরাগত সন্ত্রাসীরা হলে থাকলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্ররা কিভাবে হলে যাবে। বহিরাগত সন্ত্রাসীর সাথে ছাত্ররা পাশাপাশি থাকবে না। সর্বাত্মক সফল ধর্মঘট প্রমাণ করেছে, ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্রদলের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। বৈধ ছাত্রদের হলে উঠানো এখন সকল ছাত্র-ছাত্রীর দাবী, দেশবাসীর দাবী, গণদাবী। ছাত্রদল তার অবস্থান থেকে সরবে না। অপরদিকে ছাত্রলীগের সভাপতি এনামুল হক শামীম বলেন, ক্যাম্পাসের সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা, আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যা সমাধান করতে হবে। আলোচনায় কর্তৃপক্ষীয় উদ্যোগে ছাত্রলীগ সহযোগিতা করবে। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না বলেন, ছাত্রদলকে ক্যাম্পাসে ফেরাতে নয়, প্রকৃত ছাত্রদের হলে ফেরাতে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে তারা সহযোগিতা করবেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে বৈধ ছাত্রদের ঠিকানা, কোন অস্ত্রবাজ, খুনী, সন্ত্রাসীর নয়। অপরদিকে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নেতা জিয়াউল হক জিয়া বলেছেন, আলোচনায় বসার আগে ছাত্রলীগকে বলতে হবে যে, তারা ছাত্রদলের তিনটি হল ছেড়ে দেবে এবং আলোচনার সিদ্ধান্ত মানার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, গত বুধবার ক্যাম্পাসে একজন ভর্তিচ্ছু ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করার একটি মিথ্যা ঘটনা সাজিয়ে মূলত 'বঙ্গবন্ধু চত্বর' নাম বিকৃত করার ঘটনার জের ধরেই হল দখলের জন্য বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। তাতে একজন ছাত্রলীগ নেতার হত্যাকাণ্ড নিয়ে ছাত্রলীগের দু'টি গ্রুপ পরস্পরকে দোষারোপ করছে। হত্যাকাণ্ডের পর নেতা-কর্মীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ক'জন নেতা-ক্যাডারের উদ্যোগে ছাত্রদলের হলগুলো দখল করে নেয়া হয়। এরপর নাকি প্রধানমন্ত্রী নিজেও সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, এ অবস্থা ধরে রাখতে বলেছিলেন। তখন এই দখলের প্রধান টার্গেট ছিল দ্রুত একটি ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজি। কিন্তু এই দখল ছাত্র-ছাত্রীরা মেনে নেয়নি। ছাত্ররা হল ছেড়ে গেছে, হলে অবস্থান করছে বহিরাগত সন্ত্রাসীরা। ছাত্রদলের ধর্মঘটে ক্যাম্পাস অচল হয়ে গেছে। ছাত্রলীগের শামীম গ্রুপ পার্থ হত্যাকাণ্ড ও হল দখলের পর থেকে ক্যাম্পাসে যাচ্ছে না, দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে না। হলগুলোর ছাত্রলীগের সভাপতিরাও বেশীর ভাগ কোন কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে না। গত দু'দিন ধরে তারা দীর্ঘ বৈঠক করে ক্যাম্পাস ও হলকে বহিরাগত সন্ত্রাসীমুক্ত করে অচলাবস্থা নিরসনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সম্ভবত তারা কোন কর্মসূচীতে যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি নিজেও নানা কর্মকাণ্ডে নাখোশ। তাই এখন আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। কারণ ছাত্রদল না আসলে বহিরাগতরা যাবে না, অচলাবস্থা কাটবে না, ক্যাম্পাস শান্ত হবে না, ছাত্ররা হলে ও ক্যাম্পাসে ফিরবে না। সফল আলোচনা ছাড়া ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিরসন সম্ভব নয়। একমাত্র হলগুলোকে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের দখলমুক্ত করে বিতাড়িত ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের অবিলম্বে হলে ফিরিয়ে নেয়া এবং ছাত্রদল সভাপতি শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানিসহ গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দেয়ার মাধ্যমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শান্ত করা যেতে পারে। [illegible] শিক্ষকসহ [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার এটাই প্রত্যাশা ক[illegible]